Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## রাসূল সা: মোজিজা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিরা জিন্নাত নুহা

রোলঃ 216020446


৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## রাসূল সা: মোজিজা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহিরা জিন্নাত নুহা

রোলঃ 216020446

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাসূল সা: মোজিজা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহিরা জিন্নাত নুহা, আইডিঃ 216020446 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রাসূল সা: মোজিজা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাহিরা জিন্নাত নুহা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

**তাহিরা জিন্নাত নুহা**

আইডিঃ 216020446

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা :.................................................................................................5
মুজিযা (المعجزة) -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :........................................................5
মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট :.............................................................................6
আল্লাহ যে রাসূলদের মুজিজা দান করেছেন :..................................................8
হযরত ইব্রাহিম (আ :) এর মোজেজা :................................................................8
হযরত মুসা ( আ:) এর মুজিজা...........................................................................9
হযরত ইউনুস (আ:) এর মোজেজা :..................................................................10
হযরত জাকারিয়া (আ:) এর মোজেজা :..............................................................10
ঈসা (আ:) এর মুজিজা:......................................................................................11
হযরত মুহাম্মদ (সা:) জন্মের পর আল্লাহর তরফ থেকে যে সব মোজিজা দান করা হয়:...............12
নবুয়তের পূর্বে মোজেজা:..................................................................................12
রাসূল সা: এর বাহ্যিক গঠনের মোজিজা:...........................................................13
কুরআনের অলৌকিক মোজিজা:.........................................................................15
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া :.......................................................................................17
রুকানার সাথে কুস্তি :.......................................................................................18
আল ইসরা ওয়াল মিরাজ:................................................................................19
রাসূল সা: হিজরত:............................................................................................23
রাসূল সা : কে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের গুহায় আল্লাহর মোজিজা:..................25
রাসূল সা: কে গাছ উত্তর দিল :.........................................................................27
বিষ মিশ্রিত বকরী :............................................................................................27
খেজুর গাছের কান্না:..........................................................................................28
অফুরন্ত খাবার ও পানি:.....................................................................................29
বদর যুদ্ধে আল্লাহর তরফ থেকে আসা সাহায্য:................................................31
রোগ নিরাময়ে রাসূল সাঃ এর মোজেজা:..........................................................33
রাসূল সা: অদৃশ্য জ্ঞান ছিল:.............................................................................35
উপসংহার:........................................................................................................40

## ভূমিকা :

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত তথা নিদর্শন ও চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলোকে মুজিযা বলা হয়। নিম্নে মুজিযা সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো।

মুজিযা (المعجزة) -এর আভিধানিক অর্থ : অক্ষমকারী, অলৌকিক বিষয়, অসাধারণ কর্ম, অস্বাভাবিক কর্ম, ইংরেজি প্রতিশব্দ Miracle, Wonder, অলৌকিক নিদর্শন ইত্যাদি।

## মুজিযা (المعجزة) -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

মুজিযার পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- নবীগণ তাঁদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজের দিকে আহ্বানকারী এবং নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. ইলমুল কালামের পরিভাষায়- নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল হতে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তাকে মুজিযা বলা হয় ।

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতার মতে- আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা।

মুজিযার দৃষ্টান্তঃ সকল নবী রাসূলই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। যেমন- ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে কাহাব -এর ঘটনা, ৫. কুরআনুল কারীম হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি।

## মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট :

মুজিযা কাদের জন্য নির্দিষ্ট, এ ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন- মুজিযা নবী রাসূলগণ থেকে প্রকাশিত হয়; অন্য কারো থেকে নয়। এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির একমত যে,মুজিযা নবী রাসূলগণের জন্যই খাস। কেননা এগুলো তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অসাধারণ ঘটনা তথা নিদর্শনকে মুজিযা বলা যায় না; বরং কারামত, ইসতিদরাজ ইত্যাদি বলা হয়।

মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর চিরন্তন ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে।

মানুষকে সত্য পথে সন্ধান দিতে, মানুষ যেন এই দুনিয়ায় ও মৃত্যুর পরের জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ  যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে অসীম দয়া :"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে নিজেদের মধ্যে থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন যে আল্লাহর আয়াত তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাদেরকে শুদ্ধ

করে ও পবিত্র কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় যদিও তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে"( সূরা ইমরান ;৩:১৬৪)।

নবীদের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। তারা মানুষের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা বা জাগতিক লাভ চাইতেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টই ছিল তাদের কাম্য। তারা ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও প্রকৃত আল্লাহ ভীরু। আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে নানা ধরনের বিপদে-আপদের মুখোমুখি হয়েছেন। তারা এসব বিপদ তাদের ঈমানকে আরও মজবুত করেছে।

নবীদের এই আত্মত্যাগ বিশ্বস্ততা, দৃঢ়চিত্ততা,আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রতিদানে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন।
কুরআনে বলা আছে: "এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত :আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো ও আমার রাসুলরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী "(সূরা মুজদালাহ ;৫৮:২১)

আল্লাহ কিছু রাসূলকে অলৌকিক শক্তি বা মুজিজা দিয়ে সাহায্য করেছেন যা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই হতে পারে।

মুজিজা হল এমন এক অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যাপার যা মানুষের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। এর দুই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
১.যারা বিশ্বাসী তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।
২.অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনে।

## আল্লাহ যে  রাসূলদের মুজিজা দান করেছেন :

নবী ও রাসূলদের জীবনের অনেক ঘটনা বিস্তারিতভাবে কোরআনে বলা হয়েছে। যেমনি ভাবে এসব  মোজেজার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেছে তেমনি ভাবে অবিশ্বাসেরদের থেকে মোজেজার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

নিম্নে কিছু মোজেজার বর্ণনা দেয়া হলো :

## হযরত ইব্রাহিম (আ :) এর মোজেজা :

মূর্তি পূজারীরা ইব্রাহিম (আ:) কে  আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার  ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সেই আগুন শীতল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ মজিজার মাধ্যমে নবীকে রক্ষা করেছিলেন।

কুরআনে আল্লাহ জানান," আমি বললাম :হে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"( সূরা আম্বিয়া,২১:৬৯)

যে পাখিকে ইব্রাহিম (আ:) কেটে টুকরো টুকরো করেন সেই পাখি তার কাছে জীবিত ফেরত আসলো।

"যখন ইব্রাহিম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন আল্লাহ বললেন: তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহিম বলল: অবশ্যই বিশ্বাস করি তবে দেখতে চাচ্ছি মনের প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ বললেন তবে চারটি পাখি ধরে পোষ মানাও। তারপর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে রাখো। এরপর ওদের ডাকো;তারা দ্রুত  তোমার কাছে চলে আসবে (সূরা বাকারা, ২ :২৬০)

## হযরত মুসা ( আ:) এর মুজিজা

আল্লাহ যে মুজিজা  মুসা (আ:)কে দান করেছিলেন তা তিনি ব্যবহার করেছিলেন ফেরাউন ও তার  পরিষদ কে সত্য পথের দাওয়াত দিতে।

" ফেরাউন বলল,যদি তুমি  কোন নিদর্শন এনে থাকো, তবে সত্যবাদী  হলে তা দেখাও। তখন মুসা তার লাঠি ছুড়ে দিল থাকে তা অজগর হলো। " (সূরা আরাফ,৭:১০৬-১০৭)

মুসা (আ:) এর লাঠী পরিণত হয় বিশাল এক সাপে ও জাদুকরদের সব সাপকে তা গিলে খায়।

" তোমার ডানহাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর;এটা ওরা যা করেছে তা তো যাদুকরের কৌশল ;জাদুকররা  যেখানেই থাকুক  সফল হবে না।"( সূরা তাহা;২০:৬৯)

মূসা (আ:) এর হাত বরফের  মত সাদা হত -"তোমার হাততোমার বগলের সাথে মিলাও, তাহলে তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনরূপ  ত্রুটি ছাড়া ;আরেকটি নিদর্শন রূপে।"(  সূরা তাহা ;২০: ২২ -২৩)

ফেরাউনের কাছ থেকে মুসা আলাইহি সাল্লাম পালিয়ে যায় মুজিজার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে অক্ষত পালাতে সাহায্য করেন। অন্যদিকে ফেরাউন দলবল সহ ডুবে যায় পানিতে। মুসা (আ:) লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন ও সমুদ্রের মধ্যে জন্য পথ বের হয়:" যখন দুই দল একে অন্যকে দেখল, তখন মুসার সাথিরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা বললো: কখনো না আমার সাথে আমার প্রভু আছে; তুমি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম: তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে উচু পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আমি অন্য দলকে সেখানে আনলাম ও উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সাথীদের এবং পানিতে ডুবিয়ে অন্য দলকে।  "( সূরা শু'আরা২৬: ৬১-৬৬)

## হযরত ইউনুস (আ:) এর মোজেজা :

মাছ গিলে ফেলার পর অলৈকিকভাবে ইউনুস (আ:) রক্ষা পান।

" ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌকায় ও লটারিতে দোষী সাব্যস্ত হলো, এরপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে ও সে নিজেকে ধিক্কার দেয়।সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা না করতো তবে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে মাঝে পেটেই থাকতে হতো; তারপর আমি ওকে নিক্ষেপ করলাম প্রান্তরে, সে ছিল তখন রুগ্ন। " (সূরা সাফফাত ; ৩৭:১৩৯-১৪৫)

## হযরত জাকারিয়া (আ:) এর মোজেজা :

অতি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুখবর পান তিনি।

"জাকারিয়া তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলো:আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শুনে থাকো। জাকারিয়া সালাতে দাঁড়ালেন, তখন ফেরেশতা তাকে ডেকে বললো: আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুখবর দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর বানীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। " ( সূরা ইমরান;৩:৩৮-৪০)

মারিয়াম (আ:) যে মোজেজা দান করা হয়েছিল- সব সময় তার কাছে খাবার থাকতো।

" জাকারিয়া কামরায় মারিয়াম এর সাথে দেখা করতে যেতেন, তখনই তার কাছে খাবার দেখতেন, বলতেন :হে মারিয়াম; এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলতো:এসব আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।"( সূরা ইমরান;৩:৩৭)

## ঈসা (আ:) এর মুজিজা:

জন্মের মুহূর্ত থেকে শুরু করে সারা জীবন ধরেই ঈসা আঃ কে মজিজা দান করা হয়। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে।

" যখন আল্লাহ বলবেন:হে ঈসা ইবনে মারিয়াম তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি অনুগ্রহ স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। তুমি মায়ের কোলে থাকা অবস্থায়ও পরিনত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলতে; আর আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম কিতাব,হেকমত,তাওরাত ও ইঞ্জিল।

তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার আদেশে পাখি বানিয়ে তাতে ফু দিতে; আর আমার আদেশে তা পাখি হয়ে যেত। আমার আদেশে তুমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে।

তুমি আমার আদেশে মৃতকে কবর থেকে বের করে নিয়ে আসতে। আমি বনি ইসরাইলকে নিভৃত করেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে গিয়েছিলে আর তাদের মধ্যে যারা কুফুরি করে তারা বলেছিল: এত জাদু ছাড়া কিছুই নয়।"( সূরা মায়েদা;৫:১১০)

"আর তিনি( আল্লাহ) তাকে( ইসাকে) শিখাবেন কিতাব,হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল; ও তাকে বনি ইসরাইলের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। সে বলবে: আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমার প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে। তা এই, আমি কাদা মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফু দিবো এরপর আল্লাহর হুকুমে তার জীবন্ত পাখি হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর আদেশে ভালো করে তুলবো জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে তোকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমি তোমাদের বলে দেবো তোমরা কি খাও ও কি ঘরে মজুত রেখেছো। নিশ্চয়ই এসব হলো নিদর্শন যদি বিশ্বাসী হও। " (সূরা ইমরান;৩: ৪৮-৪৯)

উপরে উল্লেখিত মুজিজা ছাড়াও আরো বেশ কিছু মোজিজার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। এসব মোজিজা আল্লাহর আদেশে এবং তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই হয়েছে।

## হযরত মুহাম্মদ (সা:) জন্মের পর আল্লাহর তরফ থেকে যে সব মোজিজা দান করা হয়:

হযরত মুহাম্মদ সা ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ। তার সব কথা,কাজ,দৃঢ় ইমান ও সৎ স্বভাব এর মধ্যে দিয়ে পুরো মানবজাতির জন্য রাসূল সা উত্তম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আগের অনেক নবী ও রাসূলদের মত হযরত মুহাম্মদ ( সা:) কেও আল্লাহর আদেশে বেশ কিছু মোজেজা দেখান। এসব মজেজা দেখে যেন মানুষ থেকে শিখতে পারে। কিছু মোজেজা শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাথীরাই দেখেছেন, আবার অবিশ্বাসীরাও অনেকে দেখেছেন এ ধরনের কিছু মোজেজার কথা কোরআনে এসেছে। কিচু হাদীসে ও ইসলামি চিন্তাবিদরা বর্ণনা করেছেন।

## নবুয়তের পূর্বে মোজেজা:

হযরত মুহাম্মদ সা জন্মের পর থেকেই এমন কিছু মোজিজা আল্লাহ দান করেছেন যা ভবিষ্যতে তার নবী হওয়ার ইশারা দেয়।

রাসূল( সা:) জন্মের সময় তার মা আমিনা একটি আলো দেখতে পান।(মুসনাদ ইমাম আহমাদ,৫/২৬২)। তার শরীর থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছিল এবং সেই আলো আশ শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আলোর দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে মুহাম্মদ ( সা:) বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

রাসূল সাঃ যখন পথ দিয়ে চলতেন তখন তার উপর ছায়া থাকতো। রাসুল সাঃ এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা:) বলেন তিনি দেখেছিলেন দুজন ফেরেশতা তার স্বামীকে পথ চলার সময় ঢেকে রেখেছিলেন।(ইবনে সাদ)

রাসূল ( সা:) যখন দুধ মা হালিমা বাড়িতে ছিলেন তখন তার সংসারে রিজিক ও বরকত বেড়ে গেল। যে উটগুলো দুধ দিচ্ছিল না সেগুলো দুধ দেওয়া শুরু করল, দুর্বল গাধা দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো।

## রাসূল সা: এর বাহ্যিক গঠনের মোজিজা:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাহ্যিক গঠনের সৌন্দর্য এবং তাঁর শারীরিক গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সৌন্দর্য ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছিল অতুলনীয়। কিছু হাদিস থেকে তাঁর বাহ্যিক গঠনের মুজিজা নিম্নরূপ:

১. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মাঝারি উচ্চতার, না খুব লম্বা, না খুব বেঁটে। তাঁর রঙ ছিল উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। তাঁর চুল ছিল না খুব সোজা, না খুব কোঁকড়ানো। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন।"

(সহিহ বোখারি, হাদিস নং ৩৫৪৭)

২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বর্ণনা করেন:

> "তিনি ছিলেন না খুব লম্বা, না খুব বেঁটে। তাঁর হাত-পা ছিল মজবুত এবং মাংসপেশিতে ভরপুর। তাঁর মাথা ছিল বড় এবং তাঁর চুল ছিল ঘন। তাঁর গালের হাড় ছিল স্পষ্ট। তাঁর চোখ ছিল বিশাল এবং সুন্দর। তাঁর দাঁত ছিল চকচকে এবং যখন তিনি কথা বলতেন, তাঁর মুখ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো।"

(তিরমিজি, শামাইল আল-মুহাম্মদিয়্যাহ)

৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে সুন্দর কাউকে কখনও দেখিনি। যেন তাঁর চেহারায় সূর্য ও চাঁদের আলো মিলেমিশে গেছে।"

(তিরমিজি, হাদিস নং ৩৬৪৮)

৪. হযরত আবু রামাসা তামীমী রা: রাসূল সা : কে দেখা মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে রাসূল সা: কে সত্য বলে মেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পবিত্র দরবারে হাজির হলাম, আমার পুত্র ছিল।আমি যখন উনাকে দেখলাম, তখনই বলে ফেললাম, ইনি আল্লাহর নবী। " (জাওয়াহিরুল বিহার,১ম খন্ড,৫৫ পৃ)

৫. রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর পবিত্র কদম মোবারক যখন পাথরের উপর পড়তো, তখন পাথর নরম হয়ে যেত।

এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা( র:) ও আবু উমামা (র:) বলেন," যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  পাথরের উপর চলতেন তখন পা মোবারকের চিহ্ন বসে যেত। অর্থাৎ তার পায়ের নিচে তা নরম হয়ে যেত।"( বায়হাকী,ইবনে আসাকির,যুরকানি ৪র্থ খন্ড ১৯৭ পৃ:)

৬. রাসূল সা: পবিত্র ঘাম মেশক ও আম্বরের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত ছিল।

হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত," রাসূল সা: আমাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার দেহ থেকে ঘাম বের হচ্ছে। তখন উম্মে সুলাইম একটি পাত্র নিয়ে এসে ঘাম সংগ্রহ করে পাত্রে ভর্তি লাগলেন। রাসূল সা: বলেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি কি করছ? উম্মে সুলাইম বললেন, এটা আপনার দেহের ঘাম। আমরা এটা সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করব আর এটাই সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি"।

(সহীহ বুখারী, ইস্তিযান:৫৮০৯)

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁর শারীরিক গঠন ছিল অতুলনীয়, যা মানুষের হৃদয়ে এক গভীর প্রভাব ফেলতো।

## কুরআনের অলৌকিক মোজিজা:

হযরত মুহাম্মদ( সা:) জীবনে আল্লাহর তরফ থেকে যেসব মোজেজা দান করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল পবিত্র কুরআন। আল্লাহ মানব জাতির কাছে তার বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নির্বাচিত করেন। এ ছিলবিরাট দায়িত্ব। রাসূল( সা:) হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। হঠাৎ একদিন জিবরাইল( আ:) তার কাছে হাজির হলেন। আল্লাহর প্রেরিত বাণী নিয়ে। এসে বললেন,'ইক্বরা'- তিলাওয়াত করো। রাসূল ( সা:) উত্তরে বলে উঠলেন," আমি তো পড়তে জানি না।" জিবরাইল(আ:) তখন মুহাম্মদকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইক্বরা'। রাসূল (সা) আবারো বললেন," আমি তো পড়তে জানি না।" পুনরায় জিবরাইল আতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন," ইকরা"। এভাবে একবার দুবার তিনবার করার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন।

"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহাদয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন জ্ঞানের যা সে জানতো না।" ( সূরা আলাক, ৯৬:১-৫)।

এভাবেই আল্লাহ তা' য়ালা তার পবিত্র বানী পৌছে দিয়েছেন।

রাসূল (সা:) কাছে ওহী নাযিল ও জিব্রাইল( আ:)এর সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা বহুবার কোরআনে আয়াতে বলা হয়েছে।

"... তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট বা বিপদগামী নয় খুশিমতো কথা বলে না আন ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়; সে খেয়াল খুশিমতো কথা বলে না। এ কোরআন ওহী ছাড়া আর কিছুই নয় যা তাকে শেখায় এক শক্তিশালী সত্তা। সে ( জিবরাইল) স্থির হয়েছিল দিগন্তে এরপর ফেরেশতা কাছে আসলো; তাদের ( মুহাম্মদ ও জিবরাইল এর মধ্যে দূরত্ব ছিল দুই ধনুকের ব্যবধান বা তার চেয়েও কম। আল্লাহ তার দাসের প্রতি ওহী

প্রেরণ করেন। সে যা দেখেছে তার হৃদয় সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি। তবে কি তোমরা সে যা দেখেছে তা নিয়ে তার সাথে তর্ক করবে? " (সূরা নাজম; ৫৩: ২-১২)

আরোও এমন অনেক আয়াত কুরআনে উল্লেখিত আছে যে এই ওহী আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে মানুষের হেদায়াতের জন্য।

" সত্যিই ওহী আসে জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে। বিশ্বাসী আত্মা( জিবরাইল) এটা নিয়ে আসে তার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হতে পারো।" সূরারা শুয়ারা;২৬:১৯২-১৯৪)।

কুরআনের এসব আয়াত আসার পর আল্লাহর আদেশ হযরত মুহাম্মদ( সা :) মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শুরু করলেন। এভাবে একনাগাড়ে ২৩ বছর ধরে ওহী আসলো।

ওহী যখন আসতো তখন নবীর অনুভূতি কেমন হতো তা হাদিসে বলা হয়েছে। ওহী গ্রহণের সময় উপস্থিত সাহাবীরা বলেছেন, তখন মনে হতো চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জন মত শব্দ হতো।আয়শা(রা:) বলেন, "এক শীতের দিনে আমি দেখেছি রাসুল সালাম ওহী গ্রহণ করছেন আর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। "( বুখারীও তিরমিজি) আবু হুরায়রা বলেন," যখন আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর অবস্থা জ্ঞান হারানোর মতো হতো। " ( আবু নায়ীম)

ওহী নাযিলের পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহ তা রাসূলকে সমর্থন ও সাহস যুগিয়েছেন যেন মানুষের কাছে সঠিকভাবে তার বাণী পৌঁছে দিতে পারে।

আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছেন কুরআনের আয়াত স্মৃতিতে ধরে রাখতে।" আমি তোমাকে পাঠ করাব, তাই তুমি কুরআন ভুলবে না।" (সূরা আ'লা ;৮৭:৬)

কুরআনের সব আয়াত মনে রাখতে পারাটা রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে একটি মোজেজা। দরকার মত কুরআনের আয়াত মনে করতে পারার জন্য দীনের দাওয়াত দেওয়াটা রাসুল সা: এর জন্য সহজ হয়েছিল।

পুরো কুরআন মুখস্থ করতে পারা কুরআন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে বড় এক মোজেজা। তা সংরক্ষণ করা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে যে এটি

কখনো  বিকৃত হবে না বা মানুষ কোরআন ভুলে যাবে না। আজও এই মোজেজা অব্যাহত আছে।

"আল্লাহর কিতাবের যে বাণী তোমার কাছে আছে তা তেলাওয়াত করো। কেউ আল্লাহর বাণীকে বদলে দিতে পারবে না। কখনোই তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পাবে না। ( সূরা আল কাহফ; ১৮ : ২৭)

রাসূল সা: এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকল মোজিজার পরিসমাপ্তি হলেও কুরআন এমন এক মোজিজা যা আজও মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রবাভিত করেছে।

## চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া :

কুরাইশের লোকেরা নিদর্শন দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সা: বারবার চাপাচাপি করছিল। কোরআন তাদের জন্য  যথেষ্ট ছিল না যদিও কুরআনের চেয়ে বড় অলৌকিক বিষয়ের কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল আ: মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা: কাছে ওহী পাঠালেন," যদি নিদর্শন দেখতে চায়, আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুই ভাগ করে দেব।'

রাসূলুল্লাহ সা: কাফিকদের ডেকে  বললেন,' চাঁদ দুইভাগ হয়ে যাবে। '

এই ঘটনা বুখারী, মুসলিম এবং কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বলেছেন, "কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত যাদু। " (সূরা ক্বমার,৫৪:১-২)

ইমাম বুখারী র: বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পবিত্র যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা:) বলেন, হুজুরের সাঃ এর যুগে চাঁদ ফেটে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় নবী সা: লোকদের বললেন," সাক্ষী থাকো যে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেছে।"

আনাসস বিন মালেক রাঃ বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী রাসূল সা: নিকট এসে নিশানী দেখানোর দাবি করত। এজন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে এই নিশানী দেখালেন, যে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বর্ণনাতেও নবী সাল্লাল্লাহু সালামের যুগে মক্কায় অবস্থানকালে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ হয়েছে।

প্রথম যুগের একজন আলিম আল খাত্তাবি বলেন,'চাঁদ বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শন এর তুলনায় একটা বড় মাপের নিদর্শন। এর কারণ ছিল, এটা বিশাল এলাকা জুড়ে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং এটি ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বার্তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। '

## রুকানার সাথে কুস্তি :

রাসূলুল্লাহ (সা:)আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো রুকানার সাথে কুস্তি। রুকানা ছিল মক্কার সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তিগীর। কখনো কোন কুস্তিতে পরাজিত হয়নি। একদিন মক্কার এক বিরান গিরিপথে রুকানা রাসূল সা; এর সামনাসামনি হয়ে গেল। রাসূল সা: তাকে বললেন,"হে রুকানা! তুমি আল্লাহকে ভয় এবং আমি যে জিনিসের দাওয়াত দেই তা গ্রহণ করো না কেন?"

রুকানা বলল, "আমার যদি বিশ্বাস হতো যে আপনি যা বলেন তা সত্য তাহলে অবশ্যই আপনার আনুগত্য করতাম।"

হুজুর সা: বললেন," কুস্তিতে আমি যদি তোমাকে হারিয়ে দেই তাহলে তুমি আমার কথা সত্য হিসেবে মেনে নিবে।" সে বললো, "নিশ্চয়ই মেনে নেব। এসো শক্তি পরীক্ষা করা যাক"। এভাবে সে নবীজীকে ( সা:) চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। হুজুরর সা: বললেন, "ঠিক আছে এসো। "

রুকানা রাসুল সা:এর সঙ্গে কুস্তির জন্য উঠে দাঁড়ালো। রাসূল সা: তাকে খুব জোরের সঙ্গে ধরলেন এবং কাবু করে ফেললেন। অতঃপর তাকে পটকে ফেললেন। কিন্তু সবই

বেকার। সে বলল, "মুহাম্মদ সা: আরেকবার লড়াই করতে হবে। সে বললেন," আচ্ছা ঠিক আছে। আবারো চেষ্টা করে দেখো।"

তিনি তাকে দ্বিতীয়বার হারিয়ে দিলেন। মক্কার রুস্তম দুবার হেরে যাওয়ায় রুকান বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! কি আশ্চর্যের কথা যে আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন।"

তিনি বললেন, " তুমি চাইলে এর থেকেও বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার তোমার সামনে পেশ করতে পারি। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং নিজের ভূমিকা পরিবর্তন এবং আমার আনুগত্য করতে হবে।" রুকানা বলল," তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যের বস্তু আর কি হতে পারে, যা আমাকে দেখাতে চান।"

তিনি বললেন," ওই বৃক্ষ যা তুমি দেখছো, তা আমি ডাকবো এবং সে আমার দিকে আসবে। "

সে বলল," ঠিক আছে ডাকুন। "

অতঃপর বৃক্ষকে ডাকলেন এবং সে তার দিকে রওয়ানা দিল। এমনকি তার নিকট এসে থেমে গেল। তারপর তিনি বৃক্ষ কে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বৃক্ষটি তার স্থানে ফিরে গেল।

যদিও কাফের হিসেবে রুকানার ইচ্ছা ছিল, রাসূলুল্লাহ সা: কে লাঞ্ছিত করা। নবীজি সা: এর এমন নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হলেন । পরবর্তীতে রুকানা ইসলাম গ্রহন করলেন।

## আল ইসরা ওয়াল মিরাজ:

রাসুলের জীবনে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ইসরা ওয়াল মিরাজ। এটি আল্লাহর তরফ থেকে রাসুলের জন্য একটি অনুগ্রহ।

ইসরা ও মেরাজ হল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং অলৌকিক ঘটনা। এটি ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

**ইসরা** শব্দটি এসেছে আরবি ভাষা থেকে, যার অর্থ রাতের ভ্রমণ। এক রাতে হযরত জিব্রাইল (আ) এর সহচর্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেন। তিনি 'বোরাক' নামের একটি বিশেষ বাহনে চড়ে বায়তুল মুকাদ্দাস বা আল-আকসা মসজিদে (যা বর্তমানে জেরুজালেমে অবস্থিত) গমন করেন। এই স্থানটি ইসলামে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।
**মেরাজ** শব্দটির অর্থ হল ঊর্ধ্বগমন বা স্বর্গাভিযান। আল-আকসা মসজিদ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) সাত আসমান ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তিনি বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাত আসমান পেরিয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা নামক একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছান, যা আল্লাহর সিংহাসনের নিকটবর্তী।

কুরআনের সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে ইসরা ওয়াল  মেরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পবিত্র ও মহিমাময়  তিনি যিনি তার দাসকে রাত্রিতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা ভ্রমণ করান  যার চারদিকে আমি করেছি বরকতময়, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য।নিশ্চয়ই আল্লাহ  সব শুনেন,  সব দেখেন। " (সূরা ইসরা;১৭:১)।
হাদিসে বলা হয়েছে, রাসূল সা: কাবার পাশে  ঘুমাচ্ছিলেন।  তখন জিব্রাইল আঃ স তার কাছে আসে ও একটি সাদা প্রাণী( গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি)  বোরাকের ওপর তাকে বসান। রাসূল সা: বোরাকে চড়ে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেম মসজিদুল আকসা যান।তিনি এখানে অবতরণ করেন আর মসজিদের দরজার করার সাথে বোড়াক বেঁধে রাখেন এবং সকল নবীর ইমাম হয়ে নামাজ পড়ান। এরপর সে রাতেই তাকে বায়তুল মাগাদেস থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিব্রাইল দরজা খোলেন।
প্রথম আসমান: হযরত আদম (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
দ্বিতীয় আসমান: হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
তৃতীয় আসমান: হযরত ইউসুফ (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।

চতুর্থ আসমান: হযরত ইদ্রিস (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
পঞ্চম আসমান: হযরত হারুন (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
ষষ্ঠ আসমান: হযরত মূসা (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
সপ্তম আসমান: হযরত ইব্রাহিম (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ।

এভাবে সাতটি আসমানে নবী ও রাসূলদের সাথে সালাম বিনিময় হয় এবং তারা নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

এরপর তাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য বায়তুল মামুর প্রকাশ করা হয়। এরপর তাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছানো হয়। তিনি আল্লাহর এত কাছাকাছি পৌঁছেন যাতে উভয়ের মধ্যে দু ধনুক বা তারও কম ব্যবধান ছিল। সেসময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর যা কিছু ইচ্ছা ওহী  এবং ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। ফেরার পথে মুসা আ: এর সাথে দেখা হলে,  তিনি জিজ্ঞেস করেন," আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কিসের  আদেশ দিয়েছেন?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু সালাম বললেন," ৫০ ওয়াক্ত নামাজের আদায় দিয়েছেন।" মুসা আঃ বললেন, "আপনার উম্মত এত নামাজ আদায় করার শক্তি রাখে না। আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে নামাজ কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন।" এরপর রাসূলুল্লাহ সা: আবেদন রাখলে আল্লাহতালা ১০ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দেন এবং তাকে নিচে নিয়ে আসা হয়। মূসা আঃ এর কাছে গিয়ে অতিক্রম করলে তাকে এর সংবাদ শোনালে, তিনি বললেন, "আপনি ফিরে যান এবং আপনার রবের কাছে কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন।" এভাবে হযরত মুসা আঃ ও আল্লাহতালার দরবারে তার আসা যাওয়া অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট রাখেন, এ পাঁচ ওয়াক্তও বেশি মনে করেন। মুসা আলাইহিস সালাম আরও কমিয়ে আনতে বলেন। এখন রাসূল সা: বলেন আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে আমার লজ্জা লাগছে আমি এ আদেশের সন্তুষ্ট এবং এ আদেশের সামনে মাথা নত করে নিচ্ছি। কিছুদূর আসার পর আওয়াজ হল, "আমি আমার ফরজ পেয়েছি এবং বান্দাদের জন্য কমিয়ে দিয়েছি। "

সিদরাতুল মুনতাহায় রাসুল এর যাওয়া নিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই সে তো তাকে(জিবরাইল আ:) আরেকবার দেখেছিল শেষ  সীমানার কুল গাছের কাছে;যার পাশে আছে জান্নাত ; যা দিয়ে ঢাকা থাকার কথা( অর্থাৎ আল্লাহর নূর) দিয়ে কুল গাছটি ঢাকা ছিল ; তার দৃষ্টি  বিভ্রাট ঘটেনি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত  হয়নি। সে তার প্রভুর কিছু সেরা নিদর্শন দেখেছে। " (সূরা নাজম;৫৩:১৩-১৮)

ফিরে আসার পর রাসূল সা: কুরাইশদের বললেন গতরাতে কি ঘটেছে। অবিশ্বাসীরা এমন কি কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলমানরাও রাসূল সা: এর মোজিজায় অবিশ্বাস করল। তারা আবু বকর রা: কাছে গিয়ে রাসূল সা: এর নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনল। আবুবকর রা: কে কাফিররা  প্রশ্ন করল শবে মেরাজের  ঘটনা তিনি সত্য বলে মানেন কিনা ও রাসুল সা: কে তিনি এখনো বিশ্বাস করেন কিনা। জবাবে আবু বকর রা: জানান,' যদি রাসুল এটা বলে থাকেন, তাহলে হ্যাঁ, আমি তাকে বিশ্বাস করি '।

আল্লাহর রাসূল সা:এর প্রতি এই বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যতার জন্য তাকে হযরত মুহাম্মদসা: তাকে সিদ্দিক উপাধি দেন। কেননা তিনি সে সময় এই ঘটনার সত্যায়ন করেন যখন অন্যেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র:) বলেন,ভোরে রাসুল সা: তার কওমের লোকদের রাতে দেখা বড় বড় নিদর্শনের খবর দেন।তখন তারা তাকে আরো কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং কষ্ট দিতে থাকে। বায়তুল মাকদেসের  অবস্থান বিবরণ দিতে বলে। এ দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা: এর দৃষ্টির সামনে বাইতুল মাকদেস প্রকাশ করে দেন।তিনি দেখে দেখে   বাইতুল মাকদিসের নিদর্শন সমূহ কমের লোকদের বলে দিতে থাকেন।তার  কোন কথাই তারা অস্বীকার করতে পারেনি। রাসূল সা: মেরাজের যাতায়াতের পথে তাদের কাফেলার সাথে দেখা হওয়ারও উল্লেখ করেন এবং সে কাফেলার আগমনের সময়ও বলে দেন। যে উটটি  কাফেলার আগে আগে আসছিল তিনি লোকদের সেটির  বিবরণও দেন। পরে তার বর্ণিত সব কথাই সত্য প্রমাণিত হয় এতকিছু সত্বেও তাদের ঘৃণা-বিদ্বেষ আরো বেড়েই যায় এবং কুফুরি করে তার কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি  জানায়।( সহীহ বুখারী,২য় খন্ড পৃ: ৬৮৪)।

ইসরা ও মেরাজ মুসলিমদের জন্য বিশেষ গুরুত্ববাহী কারণ এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) এর স্থান ও মর্যাদা কত উচ্চ। এটি মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা ও ইবাদতের গুরুত্বকেও জোরালো করে তোলে। ইসরা ও মেরাজের রাতটি 'লাইলাতুল মেরাজ' নামে পরিচিত এবং অনেক মুসলমান এই রাতে বিশেষ ইবাদত ও প্রার্থনা করেন।

ইসরা ও মেরাজের ঘটনা মুসলিমদের জন্য এক বিশ্বাসের পরীক্ষা এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য একটি মহৎ উদাহরণ।

## রাসূল সা: হিজরত:

রাসূল সা: কে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাস করা হয়। হযরত জিব্রাইল আ: আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে হাজির হন এবং কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন। "

অনুমতির কথা জানানোর সাথে সাথে হযরত জিব্রাইল আ: এর সময়ও নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন,"আপনি এ পর্যন্ত যে বিছানায় শয়ন করে আসছেন আজ রাতে সে বিছানায় শয়ন করবেন না। "

এ খবর পাওয়ার পর রাসূল সা: ঠিক দুপুরের সময় আবু বকর আ: এর বাড়িতে গমন করেন। তাকে নিয়ে হিজরতের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করাই তার সেখানে গমনের উদ্দেশ্য।

এরপর রাসুল সা:হিজরতের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রাতের অপেক্ষায় রয়েছেন, অন্যদিকে কুরাইশরা নবীজিকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করছিলেন।রাতে তারা নবী সা: বাসভবনের দরজায় ওৎ পেতে বসে যায়।তারা অপেক্ষা করছিল রাসূল সা: তিনি শুয়ে পড়লে একযোগে হামলা করবে। তাদের মধ্যে আবু জাহেলও শামিল ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের এ ষড়যন্ত্র অবশ্যই সফল হবে। আবু জাহেল তার

সঙ্গীদের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করে বলছিল," মুহাম্মদ বলে তোমরা যদি তার দীনে প্রবেশ করে তার অনুসরণ করো, তবে তোমরা আরব অনারবের বাদশা হবে, এরপর মৃত্যু শেষে পুনর্জীবিত হলে তোমাদের জন্যে জর্দানের বাগানের মত জান্নাত থাকবে। যদি তোমরা না কর, তার তরফ থেকে তোমাদের মাঝে জবাইয়ের ঘটনা ঘটবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হলে তোমাদের আগুনে পোড়ানো  হবে।"

ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য অর্ধ রাতের পরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ কারণে তারা নির্ঘুম চোখে নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজে বিজয়ী হন। আসমান জমিনের বাদশাহী তিনি যাকে বাঁচাতে চান কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব এ সময় আল্লাহ তায়ালা সে কাজই করেন। নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে সম্বধন করে তিনি বলেন, "স্মরণ করো, কাফেররা তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য, নির্বাসিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন আর আল্লাহ তায়ালা কুশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৩০)

কুরাইশের কাফেররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এমনি এক নাজুক মুহূর্তে নবী সা: হযরত  আলী রা: বললেন," তুমি আমার সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো। ওদের হাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। " এ চাদর গায়ে দিয়ে নবীজি সা: রাতে ঘুমাতেন। এরপর রাসুল সা: বাইরে এলেন কাফেরদের সারি ভেদ করে একমুঠো কংকর ওয়ালা ধুলো নিয়ে তাদের মাথায় নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেন। আল্লাহর রাসূল সা: তারা দেখতে পাইনি। সে সময় তিনি কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন," আমি তাদের সামনে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।" (সুরা ইয়াসিন,  আয়াত ৯)

এ সময় এমন কোন কাফের ছিল না, যার মাথায় নিক্ষিপ্ত ধূলি পড়েনি। তারপর তিনি নিজের পথে রওয়ানা হলেন।রাতের কোন এক অংশে কাফিরদের নিকট তাদের জনৈক সঙ্গী এল।অবরোধের সময় সে তাদের সঙ্গে ছিল না। সে জিজ্ঞেস কর," তোমরা

এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছো?" তারা বলল," মুহাম্মদের জন্য" ।সে বলল," আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ তোমাদের মাথায় ধুলি নিক্ষেপ করে, তোমাদের সামনে দিয়েই নিজের কাজে চলে গেছেন।" ।"

তারা এ কথা শুনে বললেন," আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে দেখিনি।"

তারা সবাই মাথার ধূলি ঝাড়তে উঠে পড়ে। এরপর তারা রাসূল সা: এর দরজার ফাঁক দিয়ে হযরত আলী রা: কে দেখতে পায়। তা দেখেই তারা বলতে লাগলো," আল্লাহর কসম! এ যে মুহাম্মদ, তার ব্যবহৃত চাদরও রয়েছে" ।রাসূলুল্লাহ সা: ঘুমে নিমগ্ন রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তারা এটাই মনে করল। যখন হযরত আলী রা: ঘুম থেকে জাগলেন এবং চাদর ফেলে দিলেন, তখন কাফেরদের চোখ বিস্ফোরিত, তারা বলাবলি শুরু করল যে, খবর দানকারীর খবর সঠিক ছিল এবং সে সত্য বলেছিল। এভাবে আল্লাহ তার রাসূলকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করে। এটিও রাসূল সা: জীবনের অলৌকিক নিদর্শনের মধ্যে একটি।

## রাসূল সা : কে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের গুহায় আল্লাহর মোজিজা:

আলী রা: যখন রাসূল সা:বিছানায়, তখন রাসুল সাঃ এর ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বক্কর রাঃ এর বাসায়। তার সাথে একসাথে মদিনার রওনা হন। রাসূল সা: জানতেন কুরাইশের কাফেররা তাকে অবশ্যই খুজবে, তাই মদিনায় যাওয়ার উত্তরের পথ বাদ দিয়ে তিনি বিপরীত পথ ধরলেন। এটা ছিল ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য মক্কার দক্ষিণের পথ। এই পথ ধরে ছয় কিলোমিটার হাটার তারা পাহাড়ে আসলেন। এটা ছিল খুব উঁচু পাহাড় এবং উপরে উঠার জন্য বিপদজনক। রাসূল সা: তার বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর রাঃ সহ এই পাহাড়ের গুহায় তিনরাত লুকিয়ে ছিলেন। অপরদিকে কুরাইশরা সব রাস্তা বন্ধ করে দিল ও সশস্ত্র লোকদের নিয়োগ করল রাসুল সা: কে ধরার জন্য। ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, কাফিররা পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে রাসূল সা: সন্ধান করতে থাকলো ও তারা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। পায়ের চিহ্ন ধরে অনুসন্ধানকারীরা রাসূল সা: যে গুহায় লুকিয়ে ছিলেন ঠিক সেখানেই হাজির হলো। রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম তার সম্পূর্ণ

বিশ্বাস আল্লাহর উপর রাখলেন। জীবনভর যা ঘটেছে এখনো ঠিক তার ইচ্ছা রাসূল সা: অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন।

মক্কার কাফিররা যখন রাসুল সা:এর গুহার একেবারে সন্নিকটে এল তখন তারা দেখল সেখানে মাকড়সা জাল বুনেছে ও কবুতর বাসা বানিয়ে ডিম পেরেছে। তাই তারা ভাবলো এই গুহায় কোন মানুষ ঢুকেনি। কেননা তাহলে মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা গুহার মুখে থাকত না। গুহার মুখ থেকে ফিরে গেল।

ঘটনাটি আল্লাহর তরফ থেকে এক মুজেজা। আল্লাহর ইচ্ছাতেই মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে ও কবুতর বাসা বানায় লুকিয়ে থাকা রাসূল সা: ও তার সাথীর কোন ক্ষতি হলো না। এটা আল্লাহর মুজিজা যে অদৃশ্য শক্তি দিয়ে রাসূল সাল্লাহু সালামকে সাহায্য করা হলো এবং তার মনে নিরাপত্তা ও স্বস্তি দান করা হলো।

কুরআনে সূরা তাওবাতে উল্লেখ আছে, "তোমরা রাসূলকে সাহায্য না করো, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যখন কাফিররা তাকে বাধ্য করে(মক্কা থেকে) চলে যেতে আর তারা দুজন ছিল গুহাতে।রাসূল তার সাথীকে বলেন, হতাশ হয়ো না, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন। তখন আল্লাহ তাকে প্রশান্তি দান করলেন ও তাকে শক্তিশালী করলেন এমন বাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। তিনি কাফিরদের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করেন। অবশ্যই আল্লাহর কথা সবার উপর প্রাধান্য পায়।(সূরা তওবা,৯:৪০)

আনাস থেকে ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেন,আবু বকর রা: বলেন," আমি রাসুলের সাথে গুহায় ছিলাম। তখন কাফিরদের দেখতে পেয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি একজনও নিজের পায়ের নিচে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে দেখতে পারবে। রাসুল জবাব দেন, তুমি এমন দুজন মানুষ সম্পর্কে কি ভাবো যাদের সাথে তৃতীয় সাথী হিসেবে আল্লাহ তা'লা আছেন?"

## রাসূল সা: কে গাছ উত্তর দিল :

গাছ কিভাবে রাসূল সা: এর কথা শুনল ও উত্তর দিলে তা নিয়ে অনেক হাদিস রয়েছে। ইবনে ওমর বলেন, রাসূল সা : এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক বেদুইন রাসূল সা: দেখে কাছে আসলে তিনি জানতে চান,"বেদুইন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?" লোকটি বলে," আমার পরিবারের কাছে।"রাসূল সা: বললেন," তুমি কি ভালো কিছু চাও?" বেদুইন জানতে চাইলো," সেটা কি?" রাসূল সা: বললেন," তা হলো, এই সাক্ষ্য দাও যে কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া,যার কোনো শরিক্ নেই ও মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রাসুল।"
বেদুইন বলল, "আপনি যে সত্য বলছেন, তার সাক্ষ্য কে দিবে?"
রাসূল সা: বললেন," ওই লজ্জাবতী গাছটি সাক্ষ্য দিবে।" গাছটিছটি তখন নদীর তীর থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো যতক্ষণ না রাসুল সা: এর একদম সামনে আসলো।রাসূল সা: গাছকে বললেন গাছকে তিনবার সাক্ষ্য দিতে ও গাছটির ঠিক তাই করল, তারপর নিজ জায়গায় ফিরে গেল।( আদ দারিসী, আল বায়হাকী)

## বিষ মিশ্রিত বকরী :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিষ মিশ্রিত বকরীর মুজিজা সম্পর্কিত হাদিসটি সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে।

### সহীহ বুখারী (হাদিস নম্বর ২৬১৭):

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের সময়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ইহুদী নারী বিষ মিশ্রিত একটি ভেড়ার মাংস উপহার দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ ওই মাংস থেকে খাওয়ার সময়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ থেমে যান এবং বলেন, "এই মাংস আমাকে বলছে যে এতে বিষ রয়েছে।" তখন সাহাবীগণও খাওয়া বন্ধ করেন এবং ওই নারীকে আনা হয়।

### সহীহ মুসলিম (হাদিস নম্বর ২১৯০):

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক ইহুদী নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ মিশ্রিত একটি ভেড়ার মাংস উপহার দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক টুকরা খাওয়ার পর সেই বিষের কথা জানতে পারেন এবং মাংসের কথা শুনে বলেন, "আমি এবং আমার সাহাবীগণ খাইবারের দিন একটি বিষ মিশ্রিত ভেড়ার মাংস খেয়েছি।" এরপর সেই নারীকে ডাকা হয় এবং সে বিষ মিশ্রিত করার কথা স্বীকার করে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে জানা যায় যে  তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে পরে সেই বিষক্রিয়ার  ফলে হযরত বশীরের রা: ওফাত হলে ইসলামী আইন অনুযায়ী সেই মহিলার উপর কিসাসের হদ জারি করেন এবং তাকে কতল করা হয়।

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মুজিজা প্রদর্শন করেন, যেখানে মাংসটি তাকে বিষের বিষয়ে জানায় এবং তিনি ও তার সাহাবীগণ বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পান।

**খেজুর গাছের কান্না:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুজিজাগুলির মধ্যে একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো খেজুর গাছের কান্না। এই ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি সংক্ষেপে এমন ছিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে খুতবা দেওয়ার সময় একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। কিন্তু যখন সাহাবীরা মিম্বর তৈরি করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুরু করলেন, তখন সেই খেজুর গাছটি কান্না করতে শুরু করল। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সেই গাছটি এমনভাবে কান্না করছিল যেন একটি শিশু কাঁদছে।

জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন," মসজিদ বানানো হয়েছিল অনেকগুলো খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে। মানুষদের সাথে কথা বলার সময় এই গুড়ি গুলির একটির উপর রাসূল সা: ভর দিতেন। যখন রাসূল সা: জন্য মিম্বর তৈরী হলো, তখন আমরা শুনলাম গুড়িটি আওয়াজ করছিল ঠিক যেন উটের মত।"( বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা.) খেজুর গাছের কাছে গিয়ে তার উপর হাত রাখলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন সেই গাছটি শান্ত হয়ে গেল। এই মুজিজা প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসা।

এই ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আরও গভীরভাবে অনুভব করে এবং আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী হয়।

## অফুরন্ত খাবার ও পানি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে বিভিন্ন মুজিজা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে অফুরন্ত খাবার ও পানি অন্যতম। এই ঘটনাগুলো হাদিসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

হাদিসে উল্লেখিত মুজিজা:

১. খাবার বৃদ্ধি:

**খন্দকের খননকালে**:

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানরা পরিখা খনন করছিলেন, তখন তাদের খাবারের খুবই অভাব ছিল। জাবির (রা:) বলেন:

> "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমার কিছু খাবার আছে। আপনি ও আপনার কয়েকজন সাহাবী আমার সাথে আসুন।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে বলো, সে যেন খাবার প্রস্তুত করে এবং আমি সবাইকে নিয়ে আসছি।' এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়েকশ সাহাবী নিয়ে এলেন। আমি

ভেবেছিলাম, এত মানুষের জন্য এত অল্প খাবার কিভাবে যথেষ্ট হবে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, সবাই সেই খাবার খেয়ে তৃপ্ত হল এবং পরিশেষে খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল।" (বুখারি, হাদিস নং: ৪১০১)

২. পানি বৃদ্ধি:

**তাবুক যুদ্ধের সময়**:

তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা পানির তীব্র সংকটে পড়ে। তখন রাসূল (সা.) তার সাহাবীদের জন্য পানি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন এবং কিছু পানি এনে তা একটি পাত্রে ঢেলে দেন। এরপর তিনি দোয়া করেন এবং সেই পাত্র থেকে সবার জন্য পানি পর্যাপ্ত হয়।

> "জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, 'একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে ছিলাম এবং আমাদের পানির খুবই অভাব হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে একটি পাত্রে সামান্য পানি এনে দিলাম। তিনি তার হাত পাত্রে ডুবিয়ে দিলেন এবং তার আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সবাই সেই পানি পান করলাম এবং আমাদের পিপাসা মিটল।

হযরত জাবের রা: কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারা কতজন লোক পানি পান করেছেন এবং অজু করেছেন? তিনি বললেন, যদি আমরা এক লক্ষ হতাম তাহলে ওই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো  কিন্তু সে সময় আমরা ছিলাম দেড় হাজার জন।"(বুখারি, হাদিস নং: ৫৬৩৯)

ওহুদ পাহাড়ের কম্পন :

ওহুদ পাহাড়ের কম্পন একটি বিখ্যাত মুজিজা (অলৌকিক ঘটনা) যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ওহুদ পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। তখন হঠাৎ ওহুদ পাহাড় কম্পিত হতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে ওহুদ, স্থির হয়ে যাও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ আছে।" এরপর পাহাড় তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে যায়।

এই ঘটনা মুসলিমদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের (নবী হিসেবে তাঁর সত্যতার) একটি মুজিজা হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি আল্লাহর শক্তির একটি প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়, যে তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে সমর্থন ও নিরাপত্তা প্রদান করেন।

**বদর যুদ্ধে আল্লাহর তরফ থেকে আসা সাহায্য:**

বদর যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মোজিজা হলো আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা যা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোজিজা হলো:

### কুরআনের আলোকে

১. **ফেরেশতাদের আগমন**:

কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে বদর যুদ্ধে আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন।

- সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১২৩-১২৫:

```
```

"তোমরা যখন বদর যুদ্ধে অক্ষম ছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। [তোমরা স্মরণ কর] যখন তুমি [মুহাম্মদ] মুমিনদের বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক পর্যাপ্ত হবে তিন হাজার প্রেরিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা। হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যশীল ও আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আর যদি শত্রুরা তৎক্ষণাৎ তোমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"

```

২. **বৃষ্টি এবং মাটি শক্ত হওয়া**:

- সূরা আল-আনফাল, আয়াত ১১:

"যখন আল্লাহ তোমাদের উপর নিদ্রা আনয়ন করলেন, তা তোমাদের জন্যে ছিল নিরাপত্তার জন্য, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করলেন, যেন তোমাদেরকে পাক পবিত্র করতে পারেন এবং তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, এবং যেন তোমাদের অন্তরে সাহস স্থাপন করতে পারেন এবং তোমাদের পা দ্বারা [মাটি] শক্ত করতে পারেন।"

```

### হাদিসের আলোকে

১. **ফেরেশতাদের যুদ্ধ করা**:

- সহিহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, ফেরেশতারা বদর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী বদর যুদ্ধে একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন, হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন একটি আঘাতের শব্দ এবং

দেখলেন যে, মুশরিকটি পড়ে গেছে এবং তার নাক ও মুখ থেকে ধুলা উঠে আসছে। সাহাবী বললেন, "এটা আল্লাহর এক ফেরেশতার কাজ"।

২. **দোয়া এবং আল্লাহর সাহায্য**:

- বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিলেন। সহিহ বুখারিতে উল্লেখ আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, যদি আজ এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না"।

বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মোজিজা এবং আল্লাহর সাহায্য স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত। এসব মোজিজা মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

## রোগ নিরাময়ে রাসূল সাঃ এর মোজেজা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের মোজিজা অনেক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য হাদীস তুলে ধরা হলো:

১. **আলী (রা.) এর চোখের আরোগ্য**:

সাওল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, খাইবারের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আগামীকাল আমি পতাকা এমন একজনকে দেব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।" লোকেরা রাতটি কাটালো এ চিন্তায় যে, পতাকা কাকে দেওয়া হবে। পরদিন সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে হাজির হলো। প্রত্যেকেই আশা করছিল যে পতাকা তাকে দেওয়া হবে। তখন তিনি বললেন, "আলী ইবন আবি তালিব

কোথায়?" জানানো হলো, তিনি চোখের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে ডেকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার চোখে থুথু লাগালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি সেরে উঠলেন যেন তার কোনো ব্যথা ছিল না।
( বুখারী,হাদীস নং, ৪২১০)

২. **উম্মে সালামা (রা.) এর দোয়া**:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো রোগীর কাছে যেতেন বা রোগী তার কাছে আনা হতো, তিনি বলতেন, "হে মানুষের রব, কষ্ট দূর কর, তুমি শিফা দান করো, তুমি হলেন শিফা দাতা। তোমার শিফা ব্যতীত অন্য কোনো শিফা নেই, এমন শিফা দান করো যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখবে না।"( বুখারী,হাদীস নং, ৫৬৭৫)

৩. **আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বিষাক্ত বিছু দংশন**

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী (সা.) এর সাহাবীদের একদল ভ্রমণে বের হয়েছিল এবং এক আরব গোত্রের কাছে পৌঁছেছিল। তারা তাদের অতিথি হতে বলেছিল, কিন্তু তারা অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারপর ওই গোত্রের সরদারকে একটি বিষাক্ত বিছু দংশন করেছিল। তারা তাকে আরোগ্য করার জন্য অনেক কিছু করেছিল কিন্তু কিছুই কাজ করছিল না। তখন তাদের কেউ বলল, "এ লোকগুলোকে কাছে নাও যারা এখানে এসেছে, সম্ভবত তাদের মধ্যে কারো কাছে কিছু আছে।" তারা সাহাবীদের কাছে গিয়ে বলল, "হে লোকেরা, আমাদের সরদারকে একটি বিষাক্ত বিছু দংশন করেছে এবং আমরা তার জন্য যা কিছু করেছিলাম কিছুই কাজ করেনি। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি?" তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি ঝাড়ফুঁক করতে পারি, কিন্তু আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো

মেহমানদারী পাইনি। আমি তোমাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করবো না যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য কিছু নির্ধারণ কর।" তারা একটি ভেড়ার পাল ঠিক করল। তারপর তিনি তাকে (বিষাক্ত বিছু দংশিত ব্যক্তিকে) উপর থুথু ফেললেন এবং সূরা আল-ফাতিহা পড়তে লাগলেন, তখন সে যেন একটি বাধা থেকে মুক্ত হয়ে উঠল এবং হাঁটতে লাগল। তারপর তারা তাদের ঠিক করা পুরস্কার দিল। তখন কেউ বলল, "আমরা এই ভেড়াগুলো ভাগ করি।" কিন্তু যারা ঝাড়ফুঁক করেছিল সে বলল, "না, আমরা নবী (সা.) এর কাছে যাব এবং তার কাছে যা ঘটেছিল তা বলব এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করব।" তারা নবী (সা.) এর কাছে গিয়ে ঘটনা বলল। তিনি বললেন, "কোথা থেকে জানলে যে এটি ঝাড়ফুঁক?" তারপর তিনি বললেন, "তোমরা সঠিক কাজ করেছ, এটি ভাগ কর এবং আমাকে একটি অংশ দাও।" নবী (সা.) হাসলেন।( বুখারী, হাদীস নং, ২২৭৬)

এই হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের মোজিজা প্রদর্শনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

## রাসূল সা: অদৃশ্য জ্ঞান ছিল:

ইসলামিক বিশ্বাস অনুযায়ী, রাসূল মুহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহর তরফ থেকে অনেক অদৃশ্য জ্ঞান (গায়ব) দেয়া হয়েছিল, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। নিচে কুরআন এবং হাদিস থেকে এই বিষয়গুলির কিছু উল্লেখ করা হলো:

### কুরআনে অদৃশ্য জ্ঞান:

১. **ভবিষ্যদ্বাণী**:

- কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যেখানে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। যেমন, রোমানদের বিজয় নিয়ে সুরা আর-রূম (৩০:২-৪) তে বলা হয়েছে।

রোমানদের অবস্থা তখন বেশ শোচনীয় এক যুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে থাকে এই অমসিকরা মক্কার চারদিকে ঘুরে ঘুরে মুসলিমদের বলতে লাগলো যেভাবে পারস্যরা রোমানদের হারিয়েছে আমরাও সেভাবে তোমাদের হারাবো

আল্লাহ তা'য়ালা তখন একটি আয়াত নাযিল করেন, "রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে কয়েক বছর মধ্যে। অগ্রপশ্চাৎ এর কাজ আল্লাহরই হাতে। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে।তিনি যাকে ইচ্ছা  সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। " ( সূরা আর রূম,৩০:২-৫)

সূরা রুমের এই আয়াতটি বলছে রোমানরা বিজয়ী হবে এবং মুসলিমরা সেদিন খুশি হবে। কারণ আল্লাহ তাদের বিজয় দিবেন। ৮ বছর পর রোমানরা সত্যিই বিজয়ী হলো।

২. **আখিরাতের জ্ঞান**:

- কুরআনে বর্ণিত পরকালীন জীবনের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে, যা মানুষের দৃষ্টির বাইরে। উদাহরণ হিসেবে, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ সুরা ওয়াকিয়া (৫৬:৭-৫৬) এবং সুরা রহমান (৫৫:৪৬-৭৮) এ দেয়া আছে।

### হাদিসে অদৃশ্য জ্ঞান:

১. **কিয়ামতের নিদর্শন**:

- হাদিসে কিয়ামতের ছোট এবং বড় নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যেমন, সাহিহ বুখারিতে উমর ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (সা:) কে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিভিন্ন নিদর্শন ব্যাখ্যা করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসুল সা: বলেছেন, "কেয়ামতের ঠিক আগে আগে এমন সময় আসবে যখন জ্ঞান থাকবে না আর অজ্ঞতা দেখা দেবে চারদিকে; খুন অনেক বেড়ে যাবে।( ইবনে মাজাহ, বুখারী ও মুসলিম হাদিস)

২. **ভবিষ্যৎ উম্মতের পরিস্থিতি**:

- হাদিসে রাসূল (সা:) তার উম্মতের ভবিষ্যত পরিস্থিতি এবং ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল (সা:) ভবিষ্যতে উম্মতের মধ্যে বিভাজন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

৩. **ইসলামের বিজয়**:

- হাদিসে রাসূল (সা:) ইসলামের বিজয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন, সাহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল (সা:) বলেছেন যে কনস্টান্টিনোপল একদিন মুসলমানদের দখলে আসবে।

৪.** গায়েবি খবর জানা**

রাসূল সা: এমন সব ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে যাচ্ছেন যা অন্য কারো পক্ষে যারা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কুরআনে আল্লাহ এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। রাসুল সা: একটি গোপন কথা তার এক স্ত্রীকে বলে, কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাসূল সা: এর স্ত্রী সেই কথা অন্য একজনের কাছে ফাঁস করে দেন, আল্লাহ এটি রাসূল সা: কে জানান রাসূল সা: যখন তার স্ত্রীকে বলেন যে তিনি জেনে ফেলেছেন, তখন স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চান, আল্লাহর রাসূল কিভাবে ঘটনাটি জানলেন এর উত্তর দিয়েছিলেন যে আল্লাহই জানিয়েছেন।

কুরআনে সূরা তাহরীমে এর উল্লেখ আছে," নবি তার এক স্ত্রীকে গোপন কথা বলার পর স্ত্রী অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ তার নবীকে জানান। নবী এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছু বললো আর কিছু অংশ বলল না। স্ত্রী জানতে চাইলো, আপনাকে এসবকে বলেছে?

নবী উত্তর,যিনি সব জানেন ও সব বিষয়ে অবগত তিনি আমাকে এটা বলেছেন। (সূরা তাহরীম;৬৬:৩)।

৫.** রাসূল সা: নিজ ও সাহাবীদের মৃত্যুর পুর্বাভাস দিয়ে গেছেন**

নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস জানতেন বলে একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য হাদিস নিম্নরূপ:

হাদিসে বিদা' (বিদায় হজের ভাষণ):

বিদায় হজে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভাষণে তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস দেন।

ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"হে লোকসকল, তোমাদের প্রভুর সাথে আমার সাক্ষাৎ খুব নিকটবর্তী।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১২১৮)

আয়েশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিস:

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন,

"নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'একজন নবীর আত্মা তার দেহ থেকে গ্রহণ করার আগে তার কাছে বিকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়।' এবং আমি শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'ও আল্লাহ, পরম বন্ধু (আল্লাহ) কে গ্রহণ করো।' আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি আমাদের থেকে চলে যাবেন।"

(সহীহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৪৪৩৫)

. বিদায় ভাষণ এবং মৃত্যু পূর্বাভাস

নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় ভাষণে এবং অন্য কিছু সময়ে সাহাবীদেরকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরি (রাযি.) বর্ণনা করেন:
"নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ আমাকে বেছে নিয়েছেন, আমাকে বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, এবং আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বেছে নিয়েছি।'"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৪৪৪)
এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মৃত্যুর আগেই এর পূর্বাভাস জানতেন এবং সাহাবীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

নবী মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের মৃত্যুর খবর জানার বিষয়ে হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য হাদিসের উল্লেখ করা হলো:

. উসমান ইবন মাজউনের মৃত্যু:
উসমান ইবন মাজউন ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের একজন সাহাবী। তার মৃত্যু সম্পর্কে একটি হাদিস পাওয়া যায়:
"উম্মুল মুমিনীন উম্মে সলমা (রাযি.) বলেন, যখন উসমান ইবন মাজউনের মৃত্যু হয়, আমি কেঁদেছিলাম এবং তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি কেন কাঁদছো? উসমান ইবন মাজউন মারা গেছেন এবং তার আত্মা এখন মুক্ত।' আমি বললাম, 'আমি জানি, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তবে তোমার কান্না তার উপর প্রভাব ফেলবে না।'

. মুআয ইবন জাবালের মৃত্যু:
নবী মুহাম্মদ (সা.) মুআয ইবন জাবালের মৃত্যুর খবর জানতেন এবং এর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।
ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, নবী মুহাম্মদ (সা.) মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "হয়তো তুমি আমাকে মদিনার মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখতে পাবে।"

(সিরাত ইবন ইসহাক)

হযরত ওমর (রাযি.)-এর মৃত্যুর পূর্বাভাস:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর হত্যার খবর জানতেন এবং তার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

হযরত হুজাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে একটি লোক আছে যার মৃত্যু ফেরেশতাগণ নিশ্চিত করেছেন।" তিনি হুজাইফাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ওমর (রাযি.) কে দেখাবে?"

(সহীহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৩৬৭৭)

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) কিছু সাহাবীর মৃত্যুর খবর পূর্বেই জানতেন এবং এই বিষয়ে তাদের অবহিত করেছিলেন। তবে, ইসলামের মূলনীতিতে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং তিনি নবীকে কিছু বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত এই অদৃশ্য জ্ঞান ইসলামের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল মুহাম্মদ (সা:) কে দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার উম্মতের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিয়েছেন। এসব জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশনা পেতে পারে।

## উপসংহার:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (স:) এই মোজিজাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। মোজিজাগুলো শুধু তৎকালীন মানুষদের নয়, বরং সব যুগের মানুষের জন্য আল্লাহর কুদরত এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

মোজিজাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সঠিক পথে আহ্বান করা, তাদের ঈমানকে দৃঢ় করা এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস আনতে সাহায্য করা। এ সকল মোজিজা ইসলামের ইতিহাসে এবং মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মোজিজাগুলোকে স্মরণ করে মুসলমানরা তাদের ঈমান ও আমলকে শক্তিশালী করে, আল্লাহর পথে অবিচল থাকে এবং নবীর শিক্ষার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে।

এভাবে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মোজিজাগুলো একটি গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং মুসলিমদের জীবনে এবং বিশ্বাসে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।